দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 SEP
পৃষ্ঠা - ৪২ কলাম ১

চ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল উৎসাহব্যঞ্জক কিন্তু...

সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইয়াছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। ৭ শিক্ষা বোর্ডে এবার পাসের হার ৭৪ দশমিক
। এই হার অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের অষ্টম বছরে এবার
পিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যাও গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ। ১৯ হাজার ১০৮ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ ৫ পাইয়াছে। পাসের
রর দিক হইতে ঢাকা বোর্ড অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় আগাইয়া আছে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং
রিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক মানের পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয়। এই বোর্ড দুইটির
নে পরীক্ষার্থীর রেজাল্টও এবার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ভাল। শতকরা ৮০-এর উপরে পাসের হার লইয়া
চটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আগাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু শিক্ষার মান নিয়া প্রশ্ন
লিয়াছে শিক্ষাবিদরা। পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে উদারতার কথা বলা হইতেছে। জিপিএ-৫ পাওয়ার পরও ভাষা
নের অভাবের কথা তোলা হইতেছে। এই দুর্বল দিকগুলি উপেক্ষা না করিয়া পাশের হারের সঙ্গে মানেরও উন্নয়ন
ইতে হইবে।

বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের জীবনে এইচএসসি পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধাপটি অতিক্রম করিবার পর
ক্ষার্থীরা পা রাখিবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। রেজাল্ট শুরু হইবার পূর্ব হইতেই পরীক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে
বেশের প্রস্তুতি শুরু করিয়াছে অনেকেই। যথারীতি ব্যবসা শুরু করিয়াছে কোচিং সেন্টারগুলি। কৃতিত্বের সহিত
তকার্য ছেলেমেয়েদের এইবার শুরু হইবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির কঠিন লড়াই। কিন্তু আসন সংকটের কারণে
পিএ-৫ প্রাপ্ত ৭ হাজার শিক্ষার্থী বুয়েট, মেডিক্যাল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাইবে না বলিয়
বাদপত্রে খবর প্রকাশিত হইয়াছে রেজাল্ট প্রকাশের দিনে। ভর্তির দৌড়ঝাঁপে ছাত্রছাত্রীদের টেনশন ও
রেশানির অন্ত থাকিবে না। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে, তাহাদে
াবনাময় শিক্ষাজীবন লইয়া সন্দেহ করার অবকাশ নাই। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হইল, এই সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রীদে
কটা অংশ তাহাদের জীবনের স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ পাইবে না।

যাহারা বুয়েট, মেডিক্যাল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহাদের জন
ইটি পথ খোলা থাকিবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কোনো কলেজের শরণাপন্ন হওয়া অথবা ব্যয়বহু
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হওয়া। ব্যতিক্রমী কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বাদে অধিকাংশ বেসরকা
শ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল নয়। শিক্ষার নিম্নমান, ঘাটে ঘাটে অনিয়ম ছাড়াও অতি উচ্চ টিউশন-ফি ে
াছেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ টিউশন-ফি দিয়া সীমিত আয়ের কোনো অভিভাবকের পক্ষে ছেলেদে
চ্চ শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত নামকরা কলেজগুলিে
র্তির সুযোগ পাইবে না অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে বিশাল এক অনিশ্চয়তাবোধ এবং হতাশা গ্রাস করি
রিয়াছে উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতকার্য অগণিত ছাত্রছাত্রীদের। যেনতেন কলেজে ভর্তি হইয়া শিক্ষাজীবন বজায় রা
াড়া গত্যন্তর থাকিবে না তাহাদের অনেকেরই।

দেশের শিক্ষাঙ্গনে এইচএসসি পর্যায়ের পর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লইয়া বিড়ম্বনা দিনে দিনে বাড়িতেছে। এ
মস্যার সমাধানের জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বাড়াইতে হইবে। শুধু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দিয়া
মস্যার সমাধান কখনো হইবে না। এই কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিত করিয়া টিউশ
ফি কমাইয়া আনা যায় কিনা— ভাবিয়া দেখিতে হইবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে বিভিন্ন বিষ
অনার্স পাঠের সুযোগ বৃদ্ধিসহ শিক্ষামান উন্নত করিতে হইবে। মোটকথা, দেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দ
নিয়ন্ত্রণে আনিয়া অগণিত শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার সুযোগকে অবারিত করার বিষয়টি এই সময়ের বড় দাবি হই
উঠিয়াছে। আমরা এই জাতীয় দাবির প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ মনোযোগ আশা করিতেছি। এইবার উচ্চ মাধ্যমি
পরীক্ষায় যাহারা ভালো ফল করিয়াছে এবং যাহারা সাধারণভাবে কৃতকার্য হইয়াছে – তাহাদের সকলের জ
... প্রতিটি শিক্ষার্থীর সম্ভাবনাময় শিক্ষাজীবন।